কে কিনবেন জান্নাত

ড. রাগিব সারজানি

কে কিনবেন জান্নাত

অনুবাদ

নাজমুল হক সাকিব

মাকতাবাতুল হাসান

কে কিনবেন জান্নাত
প্রথম প্রকাশ : জিলকদ-১৪৪১/জুলাই ২০২০
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশক :
মাকতাবাতুল হাসান ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com
প্রচ্ছদ : গ্রাফিক্স টিম, মাকতাবাতুল হাসান
ISBN : 978-984-8012-55-0

মুদ্রিত মূল্য : ১৩০ টাকা

Ke Kinben Jannat
By Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/Maktabahasan www.maktabatulhasan.com

অর্পণ

শ্রদ্ধেয় ইমরান হুসাইন হাবিবী ভাইকে,
জান্নাত কেনার প্রতিযোগিতায় সব সময়
যাকে সম্মুখভাগে দেখেছি!

—অনুবাদক

©
প্রকাশক
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	৯
ভূমিকা	১১
কয়েকটি দৃশ্যপট	১৫
সম্পদের জিহাদকে ভালোবাসার পন্থা	২৪
তাবুকের বার্তা	৫৩
আপনাকে বলছি...	৫৯
শেষ নিবেদন	৬৩

অনুবাদকের কথা

মুসলিম বিশ্বের চারদিকে একই চিত্র। একদিকে ধনীশ্রেণির বিলাসিতা, অপচয় আর অপব্যয়। অপরদিকে দরিদ্রশ্রেণির অসহায়ত্ব আর ক্ষুধার হাহাকার। একই উম্মাহর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও একজনের টেবিলে খাবারের অপচয় আর অপরজনের পেটে চলে ক্ষুধার রাজত্ব। দিন যত যাচ্ছে এ চিত্র যেন তত দীর্ঘ হচ্ছে। ধনীদের আতশবাজির ঝলকানিতে চাপা পড়ছে গরিবের ক্ষুধার যন্ত্রণা। সুরম্য অট্টালিকার নিচে চাপা পড়ছে অসহায় মানুষের কুঁড়েঘর। উম্মাহর দুটি শ্রেণির দিকে তাকালে মনে হয়, এরা কেউ কাউকে চেনে না। একের প্রতি অপরের কোনো দায়বদ্ধতা নেই, দায়িত্ববোধ নেই। বরং একজনের হাঁড়ভাঙা শ্রমের উপর আরেকজনের আয়েশি-জীবন গড়ে তোলাই তাদের কাজ। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিমরা হলো একটি দেহের মতো।'

ড. রাগিব সারজানি হাফিজাহুল্লাহ তার এই পুস্তিকাটিতে মুসলিম সমাজে একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতার সেই বার্তাটি দিতে চেয়েছেন। ধনীদের সম্পদে গরিবের অধিকারের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছেন। তিনি পাঠকের হৃদয়ের দোরগোড়ায় আঘাত করতে চেয়েছেন। তাকে এক অপূর্ব সুখের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। পুস্তিকাটি পাঠ করতে করতে পাঠক তার সামনে জান্নাতের হাতছানি দেখতে পাবেন। উপলব্ধি করবেন যেন, জান্নাতের নিলাম হচ্ছে। যেন আপনার সামনেই বলা হচ্ছে—'কে কিনবেন জান্নাত?'

নাজমুল হক সাকিব
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
২৯. ৩. ২০২০ খ্রি.

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। আমরা তাঁর স্তুতি বর্ণনা করি। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। তাঁরই কাছে পথের দিশা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর নিকট নিজেদের আত্মার অনিষ্ট ও কর্মের নিকৃষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথের দিশা দেন তাকে কেউ পথহারা করতে পারে না। তিনি যাকে পথহারা করেন কেউ তাকে পথের দিশা দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

উসমান ইবনে আফফান রাযি.। তার জীবনী পাঠ করতে গিয়ে আবু হুরাইরা রাযি.-এর একটি মন্তব্যে আমার চোখ আটকে গেল। '*মুসতাদরাকে হাকেম*' গ্রন্থে উসমান রাযি. সম্পর্কে আবু হুরাইরা রাযি.-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে,

﴿اشْتَرَى عُثْمَانُ الْجَنَّةَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ﴾

উসমান রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে দুইবার জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছিলেন।[১]

এ কথা শোনার পরই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, কিসের বিনিময়ে তিনি জান্নাত ক্রয় করেছিলেন?

জান্নাত ক্রয় করার অনেকগুলো পন্থা রয়েছে:

- রাতের মধ্য প্রহরে একনিষ্ঠ চিত্তে দুই রাকাত সালাতের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করা যায়।

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং: ৪৬২৬। ইমাম যাহাবি হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন।

- মজলুমের পক্ষাবলম্বন করে জালিমের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করা যায়।
- গ্রীষ্মের তীব্র গরমে আল্লাহর জন্য একটি সিয়াম আদায় করার বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করা যায়।
- মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে একটি মুচকি হাসির বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করা যায়।
- এতিমের মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করা যায়।

এ ছাড়াও জান্নাত ক্রয় করার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে।

প্রিয় পাঠক, সত্যিই জান্নাত ক্রয় করার অনেকগুলো পন্থা রয়েছে। কিন্তু উসমান রাযি. কোন পন্থাটি অবলম্বন করেছিলেন?

আসুন, প্রশ্নের জবাব মন্তব্যকারী সাহাবি আবু হুরাইরা রাযি.-এর কাছেই শুনে নিই। তিনি বলেন,

﴿حِيْنَ حَفَرَ بِئْرَ رُوْمَةَ وَحِيْنَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ﴾

'যখন তিনি রুমা কুয়াটি ক্রয় করেছিলেন এবং যখন তিনি তাবুক অভিযানে পাথেয়ের জোগান দিয়েছিলেন।'

এই দুইবার উসমান রাযি. একটি নির্দিষ্ট পন্থায় জান্নাত ক্রয় করেছেন। এ ছাড়াও হয়তো তিনি তার জীবনে জান্নাত ক্রয় করার একাধিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এই দুইবারের পন্থাটি ছিল নির্দিষ্ট। আর তা হলো সম্পদের জিহাদ।

নিঃসন্দেহে সম্পদের জিহাদ জান্নাত ক্রয় করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। এটি এমন একটি ইবাদত, যা আজ প্রতিটি মুসলিমদেশে খুব বেশি প্রয়োজন। ইরাক, ফিলিস্তিন-সহ পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে আজ মুসলিমরা চরম সংকটে দিনাতিপাত করছে। অথচ অন্য দেশে বসবাসরত মুসলিমরা তাদের ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। শত্রুর হাতে দখলকৃত ভূমি উদ্ধারের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা করছে না। বস্তুত তাদেরকে সাহায্য না করার পেছনে

বিশেষ কোন কারণ নেই। ইতিহাস বলে, শুধু ভালোবাসা, বক্তব্য আর দুঃখ প্রকাশ করে কোন বিষয়ের সমাধান করা যায় না। এজন্য প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থান থেকে উদ্যোগ নিতে হয়। সকলকে নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হয়।

আজকের পৃথিবীর চিত্র হলো, মুসলিম উম্মাহর একটি দল বা গোষ্ঠী শত্রুর কবল থেকে নিজেদের ভূমি রক্ষা করার জন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে লড়ে যাচ্ছে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রক্ত ঝরাচ্ছে। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর অবশিষ্ট সদস্যরা এ দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখছে। কেউ হয়তো বা মুখেমুখে তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করছে। কিন্তু কেউই তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। নিজের স্থান থেকে তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছে না। এভাবেই দেশের পর দেশ, মানচিত্রের পর মানচিত্র মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে আর সবাই দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

তাই এই ছোট পুস্তিকাটিতে আমরা সম্পদের জিহাদের ব্যাপারে সামান্য আলোকপাত করব। কারণ এটি জান্নাত ক্রয় করার অন্যতম একটি পন্থা। আল্লাহর জন্য নিজের সবকিছুকে উৎসর্গ করার শ্রেষ্ঠতম একটি পথ। এ পথ ও পন্থা অবলম্বন না করলে মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ঘুরে দাঁড়ানোর বিকল্প কোনো উপায় নেই।

প্রিয় পাঠক, এই ছোট পুস্তিকাটিতে পাবেন ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের দুর্দশার কিছু চিত্র এবং সম্পদের জিহাদের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার কথা। বিশেষত ফিলিস্তিন ইস্যুতে সামনের বক্তব্যগুলো একটি মৌলিক সমাধানের পন্থা আপনার সামনে তুলে ধরবে। এ ছাড়াও মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে। কারণ উম্মাহ হলো একটি শরীর। প্রতিটি মুসলিম তার একেকটি অঙ্গ। তাই যেকোনো অঙ্গের ব্যথাই পুরো শরীরকে আক্রান্ত করে।

মুসলিম উম্মাহর সমস্যাগুলোর সার্বিক সমাধানে সম্পদের জিহাদের পাশাপাশি আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। বিশেষত, নিজেদের

হীনম্মন্যতা দূর করা, ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান হওয়া ও মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবি রাখে।

অবশেষে আমরা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর কাছে সম্মান ও বিজয়ের প্রার্থনা করছি।

* * *